ভোরের কাগজ

তারিখ JAN 28 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নান্দাইলের বলদারচর গ্রামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই

শাহআলম ভূইয়া, নান্দাইল থেকে : ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানার সদর ইউনিয়নের একটি গ্রাম বলদারচর। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলেও এ গ্রামে শিক্ষিতের হার শতকরা ৯০। থানা সদর থেকে চার কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম কোণে এর অবস্থান। এই গ্রামকে কেন্দ্র করে রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি আছিম উদ্দিন ভূইয়া (১০৫)। তার কাছ থেকে শোনা যায় অনেক কিংবদন্তির গল্প।

বাংলা ১৩২৬ সালের ভয়াবহ বন্যার পর স্থানীয় বলদা বিলের পশ্চিম পাশে লম্বালম্বিভাবে জেগে ওঠে একটি চর। তখন এখানে ছিল জনমানব শূন্য জঙ্গল। বন্য জীবজন্তুর বসবাস ছিল প্রচুর। অভয়ারণ্য বিধায় মানুষজন কাজ ছাড়া এখানে খুব একটা আসতো না। জমিদাররা মাঝেমধ্যে আসতেন বাঘ শিকারে। আস্তে আস্তে বসতি স্থাপন শুরু হয়।

বলদারচর গ্রামটিকে লম্বালম্বিভাবে ভাগ করে দিয়েছে 'বাঘজুড়ি' নামক একটি খাল। এটি পশ্চিমের ঈশ্বরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে এসে মিশেছে বলদা বিলে। এই বিলে শুঁটকি নামক এক জাতের প্রচুর গোখাদ্য জন্মাতো। তৎকালীন আঠার বাড়ীর জমিদার মহিন বাবু রাখাল দিয়ে সারা বিল জুড়ে গরু-ঘোড়া চরাতেন। ধারণা করা হয়, এই বিলে প্রচুর ঘোড়া ও বলদ পালন করা হতো বলে স্থানীয় লোকমুখে বিলটির নামকরণ হয়েছে বলদা বিল। অন্যদিকে জনশ্রুতি আছে, বিলটিতে বলদা জাতীয় চিংড়ি প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যেতো বলে বিলটির এ নামকরণ হয়েছে।

প্রায় দেড় হাজার লোক রয়েছে বলদারচর গ্রামে। শিক্ষিতের হার শতকরা ৯০। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে কমপক্ষে একজন করে সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী। রয়েছে কবি, সাংবাদিক। এ গ্রামের লোকজনের প্রধান পেশা কৃষি। তারা মাছ ও পাখি শিকারেও বেশ অভিজ্ঞ। কেরোসিনের শিখায় দূর হয় বলদারচর গ্রামের আঁধার। সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় উপাসনাগার বলতে কিছুই নেই এ গ্রামে। তবে আশপাশের গ্রামের স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করে ছেলেমেয়েরা। প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে পোস্ট অফিস। যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত বলে পোস্টম্যান কোনো দিন চিঠিপত্র নিয়ে আসে না এ গ্রামে।

আধুনিকতার ছোঁয়াবর্জিত বলদারচর গ্রামে আসে না কোনো স্বাস্থ্যকর্মী। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে সবুজ ছাতার প্রচার থাকলেও বলদারচরে সবুজ সাথীর দেখা পাওয়া যায় না। নির্বাচন ছাড়া কোনো জনপ্রতিনিধি ভুলেও পদার্পণ করেন না এই অবহেলিত গ্রামে। ভিক্ষুকমুক্ত হলেও বলদারচর গ্রামে রয়েছে বিত্তশালীর অভাব। সহজ-সরল এখানকার মানুষজন। সবাই গ্রামটির সংস্কার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখেন।